ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ০১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং: ওয়েলফেয়ার টিএসএল/প্রশা/এনজিও সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম/বিজ্ঞপ্তি-২০২৫.০০.০৬-**২৪৪** সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (ব্র্যান্ডিং: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ) এর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫** প্রকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং স্থানীয় অফিসসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) অংশীদার হিসেবে সহযোগিতা করছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন এবং সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের সহযোগিতায় এবং লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে,

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

প্রথম অধ্যায়
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

(১) এই নীতিমালাটি **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫** নামে অভিহিত হবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্য কোনো নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি বা সমজাতীয় দলিলে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে, এই নীতিমালার ধারা, উপধারা ও অ-উপধারা যথাসম্ভব প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা ও নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য কার্যকর হবে; যদি না নির্দিষ্ট কোনো আইন বা চুক্তিতে ভিন্ন কিছু নির্ধারিত থাকে।

(৩) এই নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

২। সংজ্ঞা

এই নীতিমালার নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা বিষয়ের সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখা বা পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো:

(১) **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ বলতে বোঝাবে-** সমগ্র বাংলাদেশে সোশ্যাল সার্ভিসেস এর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫' প্রকাশনাকে।

(২) **মন্ত্রণালয় বলতে বোঝাবে-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়কে।

(৩) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** এই নীতিমালার আওতাভুক্ত কোম্পানি ও এনজিওসমূহ, যারা যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(৪) **ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড পরিচালনার প্রধান বা মূল পর্ষদ সদস্যদেরকে।

(৫) **ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক গঠিত ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টকে।

(৬) **কোম্পানি বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড ও এর আওতাভুক্ত যেকোনো নিবন্ধিত কোম্পানিকে।

(৭) **এনজিও সংস্থা বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম এবং ভবিষ্যতে আওতাভুক্ত সকল এনজিও সংস্থাকে, যা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত।

(৮) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা সংগঠন বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম ও আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সংস্থা বা সংগঠনসমূহকে।

(৯) **উন্নয়ন সহযোগী (Development Partner) বলতে বোঝাবে-** যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা, অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা অথবা বিনিয়োগ বহির্ভূত অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখে এবং সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

(১০) **রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** ফিনটেক আইসিটি রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসেস লিমিটেডকে।

(১১) **ভর্তি ফি বা প্রকল্প, কর্মসূচি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন বলতে বোঝাবে-** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট হতে গ্রহণযোগ্য এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি, যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(১২) **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট অথবা এই 'কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫' এর অধীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাজ বা কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাগণকে।

(১৩) **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) বলতে বোঝাবে-** কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ এর আওতাভুক্ত সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমকে।

(১৪) **দান-অনুদান বলতে বোঝাবে-** যেকোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ অথবা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা পুনঃপ্রদানের বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে প্রকল্পের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

(১৫) **বিনিয়োগ বলতে বোঝাবে-** প্রকল্প বা উদ্যোগের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক বা সম্পদীয় অংশগ্রহণ, যার মাধ্যমে আয় বা মুনাফা প্রত্যাশিত হয়।

(১৬) **ঋণ বলতে বোঝাবে-** নির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা নির্ধারিত সময় ও শর্তে ফেরতযোগ্য।

(১৭) **অ্যাপ বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন 'My Welfare App' এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন।

(১৮) **ওয়েবসাইট বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েবসাইটসমূহ, যেমন: welfarebd.org, welfarefamily.org, job.welfarefamily.org এবং welfare.com.bd পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আওতাভুক্ত যেকোনো ওয়েবসাইট।

(১৯) **ওয়েলফেয়ার সফটওয়্যার বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আওতাভুক্ত যেকোনো সফটওয়্যার।

(২০) **নিবন্ধন সদস্য সংগ্রহ বলতে বোঝাবে-** My Welfare App, welfarebd.org এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া।

(২১) **ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্য বলতে বোঝাবে-** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত সকল কমিউনিটিকে।

(২২) **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) অংশীদারিত্ব ও সমন্বয় বলতে বোঝাবে-** এই নীতিমালার আওতায় দেশ ও বিদেশের এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের

অংশীদারিত্বে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রস্তাবনা, রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

৩। **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম ও ব্র্যান্ডিং পরিচিতি**

(১) **প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নাম:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড ও ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ।

(২) **ব্র্যান্ডিং পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত নাম:** ওয়েলফেয়ার, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি, WTSL, WFB এই নামগুলো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন স্তরে পরিচিতি ও কার্যক্রমে ব্যবহৃত।

৪। **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম বাস্তবায়নের রূপকল্প**

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানকেন্দ্রিক ধারণা প্রণয়ন করে ২০২৫ থেকে ২১২৫ সাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যকাল নির্ধারণ করা হয়েছে, যার আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এসব উদ্যোগ সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব। এ রূপকল্পে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, প্রতিবন্ধী সহায়তা, নারী ও শিশু সুরক্ষা এবং প্রবীণ কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং স্থানীয় কমিউনিটির সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আর্থিক ও মানবসম্পদ সংগ্রহ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চালু থাকবে। দীর্ঘমেয়াদে এ কার্যক্রম একটি স্বনির্ভর, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

৫। **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যসমূহ**

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **মানবিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ:** দরিদ্র, অসহায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন।

(২) **দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা উন্নয়ন:** কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জন।

(৩) **শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি:** প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

(৪) **স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি উন্নয়ন:** বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

(৫) **নারী ও শিশুর কল্যাণ:** নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিশুদের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও অধিকার সুরক্ষা।

(৬) **সামাজিক নিরাপত্তা ও সহায়তা:** বৃদ্ধ, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য ভাতা, পুনর্বাসন ও জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ।

(৭) **সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** বৈষম্য দূরীকরণ, সমান সুযোগ সৃষ্টি, মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা।

(৮) **সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও সমাধান:** দারিদ্র্য, মাদক, বাল্যবিয়ে, গৃহহিংসা প্রভৃতি সমস্যা প্রতিরোধ ও সমাধানে কার্যক্রম।

(৯) **সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি:** পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধ জোরদার করা।

(১০) **সামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি:** সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য ও উন্নয়ন সাধন।

(১১) **টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৬। **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** শিক্ষা, কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং যুব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি।

(২) **দারিদ্র্য বিমোচন:** বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি, ক্ষুদ্রঋণ ও সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

(৩) **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন উন্নয়ন:** সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ সরবরাহ, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টি কর্মসূচি, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন।

(৪) **নারী ও শিশু উন্নয়ন:** নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও নেতৃত্বে সম্পৃক্ততা, এবং শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

(৫) **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষা:** প্রান্তিক, প্রতিবন্ধী, এতিম, প্রবীণ ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক জোরদার করা।

(৬) **সামাজিক সুরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:** ভাতা কর্মসূচি, জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা ও জীবিকা পুনর্গঠন।

(৭) **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কার্যকর পরিকল্পনা, সুশাসন, নীতি নির্ধারণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি।

(৮) **সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব:** সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও কমিউনিটির সমন্বিত উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

(৯) **সামাজিক সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** মানবাধিকার ও সমতা রক্ষা, বৈষম্য হ্রাস, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করা।

(১০) **গবেষণা ও উদ্ভাবন:** সামাজিক সমস্যার সমাধানে গবেষণাভিত্তিক নীতি, উদ্ভাবনী কর্মসূচি ও প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগ বাস্তবায়ন।

(১১) **টেকসই উন্নয়ন অর্জন:** জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমতা ও পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখা।

৭। **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান:** ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং তরুণ ও নারীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগ ও বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান।

(২) **শিক্ষা উন্নয়ন:** গ্রামীণ ও দূরবর্তী অঞ্চলে স্কুল ও লার্নিং সেন্টার স্থাপন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও উপবৃত্তি প্রদান এবং ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম চালু ও ই-লার্নিং সুবিধা বৃদ্ধি।

(৩) **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:** মোবাইল ক্লিনিক ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং পুষ্টি সচেতনতা ও সাশ্রয়ী খাদ্য সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

(৪) **নারী ও শিশু কল্যান:** নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ এবং নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং শিশুদের সৃজনশীলতা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইনোভেটিভ প্রোগ্রাম চালু।

(৫) **সামাজিক সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তি:** প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং এতিমখানা ও নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বিস্তৃত করা।

(৬) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষা:** দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি ও জরুরি সেবা জোরদার করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দ্রুত পুনর্বাসন ব্যবস্থা।

(৭) **প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সেবা সংযোজন:** অনলাইন সাপোর্ট সিস্টেম ও হেল্পলাইন চালু করা এবং সামাজিক সেবার ডিজিটাল ডাটাবেইস তৈরি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি।

(৮) **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন:** ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, সমতা ও পরিবেশ সুরক্ষায় সরাসরি অবদান রাখা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৮। **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) পরিচালনায় প্রধান কার্যক্রমসমূহ**

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) পরিচালনায় প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কার্যক্রম:** ক্ষুদ্রঋণ ও স্বনির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা ও বাজার সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

(২) **শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং স্কুল, লার্নিং সেন্টার ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

(৩) **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম:** মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুষ্টি সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা।

(৪) **নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম:** নারীর দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধক কার্যক্রম, শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অধিকার সুরক্ষা এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণ।

(৫) **সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম:** বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও এতিমদের পুনর্বাসন, আশ্রয়কেন্দ্র ও সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।

(৬) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:** প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা, জরুরি সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

(৭) **সামাজিক সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:** মাদক, সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক উদ্যোগ, সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

(৮) **পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম:** পরিবেশ সুরক্ষা, বৃক্ষরোপণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) অর্জনে অবদান রাখা।

৯। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) পরিচালনায় প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) পরিচালনায় প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **অপর্যাপ্ত অর্থায়ন:** সরকারি বাজেটে সামাজিক সেবা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় অনেক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা বা নারীর ক্ষমতায়নের মতো প্রকল্পগুলো দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হতে পারে না।

(২) **প্রশাসনিক জটিলতা:** অধিকাংশ সময়ে প্রশাসনিক জটিলতা, কাগজপত্রের দেরি, অনুমোদনের প্রক্রিয়া ধীরগতি এবং সেবার কেন্দ্রীকরণ এসব কারণে সেবা প্রাপ্তি সাধারণ মানুষের জন্য ঝামেলাপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) **দুর্নীতি ও অনিয়ম:** উপকারভোগীর তালিকা তৈরিতে পক্ষপাতিত্ব, প্রকৃত উপকারভোগী বাদ পড়ে যাওয়া, কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে ঘুষ ও প্রভাব খাটানো সামাজিক সেবা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে।

(৪) **মানবসম্পদ ও দক্ষতার ঘাটতি:** স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মী না থাকায় সেবা প্রদানে গুণগতমান কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজসেবক বা কর্মীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, ফলে সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছায় না।

(৫) **তথ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যা:** অনেক প্রকল্পে সঠিক উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নেই। ডিজিটাল ডাটাবেস থাকলেও তা সমন্বিত নয়, যার ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা নেওয়া কঠিন হয়।

(৬) **সচেতনতার অভাব:** গ্রামীণ বা দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষ অনেক সময় জানেই না কোন সেবা তাদের জন্য রয়েছে বা কিভাবে তা পাওয়া যায়। এই অজ্ঞতার কারণে সুবিধাভোগীরা বাদ পড়ে যায়।

(৭) **প্রকল্পের স্থায়িত্বের সংকট:** বেশিরভাগ সামাজিক সেবা প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চালু হয়। ধারাবাহিকতা না থাকায় উপকারভোগীরা দীর্ঘমেয়াদি সুফল পায় না।

(৮) **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্য:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক নারী, এরা অনেক সময় সামাজিক বৈষম্য বা অবহেলার কারণে সেবা পেতে বঞ্চিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়
পরিচালনা পর্ষদ ও ভূমিকা

১০। পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors)

(১) অবস্থান:

(ক) পরিচালনা পর্ষদ হলো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও তত্ত্বাবধায়ক।

(খ) এই পর্ষদ নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম অনুমোদন, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

(২) কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা: ১) নীতিনির্ধারণ ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা, ২) আর্থিক তদারকি ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার, ৩) নিয়মনীতি ও নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিতকরণ, ৪) তদারকি ও মূল্যায়ন, ৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান, ৬) কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনার ওপর দিকনির্দেশনা, ৭) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ৮) সম্পর্ক উন্নয়ন ও নেটওয়ার্কিং।

চতুর্থ অধ্যায়
কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

১১। কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

(১) কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় পরিচালিত হবে।

(২) ভবিষ্যতে চাহিদা, প্রাসঙ্গিকতা এবং বাস্তবতাভিত্তিক পরিকল্পনার আলোকে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্বের যেকোনো দেশে সম্প্রসারিত করতে পারবে।

১২। কার্যালয় স্থাপন

(১) **প্রধান কার্যালয়:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান কার্যালয় বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত থাকবে। তবে জনস্বার্থ, কার্যক্রমের সুবিধা এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় স্থানান্তর করা যেতে পারে।

(২) **জাতীয় কার্যালয়সমূহ স্থাপন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশের যেকোনো প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

(৩) **আন্তর্জাতিক কার্যালয়সমূহ স্থাপন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে গ্লোবাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বের যেকোনো দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

(৪) **ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং প্রযোজ্য বাস্তবতার ভিত্তিতে যেকোনো সময় প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর করতে পারবে।

১৩। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনার বিকল্প পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো দেশে কার্যালয় স্থাপন ব্যতিরেকেও কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস ও অন্যান্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে। উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বিভিন্ন এলাকায় পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PDC) গঠন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো স্থানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) ক্যাম্পেইন ও সচেতনতামূলক আলোচনা সভা, ২) উঠান বৈঠক ও সেমিনার, ৩) প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, ৪) তথ্যভিত্তিক সভা ও পরামর্শ প্রদান এবং ৫) রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম। উল্লিখিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় পরিচালিত হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা ও বাস্তবায়নের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।

১৪। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের উপকারভোগীর ধরন

(১) **প্রত্যক্ষ উপকারভোগী:** সোশ্যাল সার্ভিসেস কার্যক্রমের মাধ্যমে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ বা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। যেমন- প্রান্তিক ও দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী, নারী ও শিশু (বিশেষত একক মা বা ঝুকিপূর্ণ শিশুরা) প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রবীণ নাগরিক ও অবহেলিত বয়স্ক মানুষ, গৃহহীন, পথশিশু ও আশ্রয়প্রার্থী, সামাজিক পুনর্বাসন বা কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণকারী, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রমুখ।

(২) **পরোক্ষ উপকারভোগী:** যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও কার্যক্রমের প্রভাবে উপকৃত হবে। যেমন- স্থানীয় পরিবার ও সম্প্রদায়, সেবা গ্রহণকারী সাধারণ জনগণ, সমাজের অন্যান্য নাগরিক।

(৩) **প্রাতিষ্ঠানিক উপকারভোগী:** কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হবে এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। যেমন- স্থানীয় কো-অপারেটিভ, সিএসও ও এনজিও, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও অংশীদারগণ।

(৪) **সার্বিক জাতীয় ও বৈশ্বিক উপকারভোগী:** জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে উপকারভোগী হিসেবে রাষ্ট্র ও প্রশাসন, জাতীয় অর্থনীতি, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) অর্জন, এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অবদান রাখা সম্ভব হয়।

১৫। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের মেয়াদকাল বৃদ্ধি ও হ্রাস

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের প্রাথমিক মেয়াদকাল ২০২২ হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ২০২৫ হতে ২১২৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। উক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও হস্তান্তর সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেয়াদকাল বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে।

১৬। নীতিমালা হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ এবং বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

(১) **হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ:** কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ পূর্ববর্তী ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল বিজনেস ও ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল সার্ভিসেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫ এর হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ হিসেবে গণ্য হবে। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ এ দেশি ও বিদেশি লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) **অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম, সরকার স্বীকৃত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসেবে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ এর আওতায় প্রণীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এই নীতিমালার রূপকল্প ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, এবং প্রযুক্তি ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

(৩) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ:** কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম তাদের নিজ নিজ Memorandum of Association (MOA), Articles of Association (AOA) এবং এনজিও সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী CSS কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মী ব্যবস্থাপনা

১৭। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবল নিয়োগ

(১) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল প্রচলিত নিয়োগনীতি, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিয়োগ প্রদান করতে পারবে। নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাসঙ্গিক দক্ষতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বদানের সামর্থ্য এবং দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, মেধাভিত্তিক যাচাই-বাছাই ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগে প্রতিষ্ঠান দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

(২) কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও এর আওতায় পৃথক পৃথক প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য প্রস্তাব প্রস্তুত করা হবে। উক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে এবং জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে।

১৮। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদন গ্রহণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদানের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট, জব পোর্টাল, সংবাদপত্র ও সামাজিক মাধ্যমে বা আভ্যন্তরীন নিয়মে প্রকাশ করতে পারবে। অনলাইন বা নির্ধারিত মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং স্ক্রুটিনির মাধ্যমে অযোগ্য আবেদন বাতিল করতে পারবে।

১৯। কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য ও শৃঙ্খলা

(১) সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার লক্ষ্য, নীতিমালা, সুশাসন, গোপনীয়তা, নৈতিকতা ও প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের আইনসংগত নির্দেশনা মান্য করতে বাধ্য থাকবে।

(২) সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদেরকে দায়িত্ব পালনে নিয়মিত, সময়নিষ্ঠ, পূর্ণকালীন উপস্থিত এবং পেশাগত আচরণে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে।

(৩) কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ভাবমূর্তি, সম্পদ বা স্বার্থের ক্ষতি সাধনকারী কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং তা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে, যার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রশাসনিক দায়িত্ব, রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যবস্থাপনা

২০। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম সমন্বিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এর আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় কোম্পানি, এনজিও সংস্থা এবং অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ অংশগ্রহণে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা করা হবে। এই কাঠামোর অধীনে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত থাকবে:

(১) কোম্পানি পর্যায়: ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ বা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবে:

(ক) প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক ব্যয়, চার্ট অব অ্যাকাউন্টস ও অন্যান্য খাতের সকল প্রকার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, রিসার্চ ও ইনোভেশন ডেভেলপমেন্ট;

(গ) কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের রূপকল্প, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;

(ঘ) টেকসই ব্যবসায়িক মডেল ও মার্কেট লিংকেজ তৈরি ও সম্প্রসারণ;

(ঙ) কোম্পানি সংক্রান্ত সকল আইনি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা।

(২) এনজিও সংস্থা পর্যায়: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম, এবং ভবিষ্যতে সংযুক্ত সকল স্বীকৃত এনজিও সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

(ক) সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারী ও শিশু উন্নয়ন, মানবাধিকার সহায়তা ইত্যাদি) পরিচালনা;

(খ) কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন;

(গ) লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম আয়োজন;

(ঘ) সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঙ) প্রকল্পভিত্তিক ফিল্ড মনিটরিং, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(৩) অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অংশীদার সংস্থা পর্যায়: প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, অনুমোদিত বা সমন্বয়াধীন অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ: (যেমন: সরকার, মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইত্যাদি)

(ক) নির্ধারিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আলোকে নিজ নিজ ভূমিকায় কাজ করবে;

(খ) যৌথ উদ্যোগে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে;

(গ) প্রকল্প বা কার্যক্রমের নির্দিষ্ট অংশে কারিগরি ও মানবসম্পদ সহায়তা প্রদান করবে;

(ঘ) বিভিন্ন স্তরের পরামর্শ ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে।

২১। অধীনস্থ বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত নীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আর্থিক সহায়তা অথবা দান, অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদান করতে পারবে।

২২। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও এর আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো

(১) **অর্থায়ন কাঠামো:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা করার লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট

কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কমিউনিটির সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি, জনহিতৈষী ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে যেকোনো পরিমাণের অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহের পূর্ণ অধিকার রাখে। উক্ত অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহের উৎস হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ফি, সাবস্ক্রিপশন ফি, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ এবং অন্যান্য স্বীকৃত মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উল্লেখিত অর্থায়ন প্রযোজ্য নীতিমালা, চুক্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী বরাদ্দ ও সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারের নিশ্চয়তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যবস্থাপনা করা হবে। অর্থায়নের উৎসসমূহ নিম্নরূপ: ১) কমিউনিটি সদস্যের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি, ২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP), ৩) পরিচালিত কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট, ৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার প্রকল্প ভিত্তিক সহায়তা, ৫) দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), ৬) বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), ৭) ঋণ (ফেরতযোগ্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ) এবং ৮) অন্যান্য বৈধ ও স্বীকৃত উৎসসমূহ।

(২) **বাস্তবায়ন কাঠামো:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ, প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বরাদ্দ ও বাজেট, এবং প্রযোজ্য নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হবে। কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও ফলাফল নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়ন কাঠামোর আওতায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ, পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ পরামর্শক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হবে।

২৩। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনার আয়ের উৎস ও অর্থ সংগ্রহ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের টেকসই বাস্তবায়ন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বহুমুখী ও পরিকল্পিত আয় উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং সংযুক্তি নিশ্চিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ থেকে অর্থায়ন গ্রহণ এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক প্রধান আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **সরকারি অনুদান ও সহায়তা:** সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বার্ষিক বা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান, কারিগরি সহায়তা, উপকরণ, মানবসম্পদ সহায়তা এবং চুক্তিভিত্তিক অর্থায়ন যা সরকার অনুমোদিত কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্ত হবে।

(২) **আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা:** জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ADB, JICA, DFID, GIZ, USAID, EU সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন।

(৩) **বাণিজ্যিক বিনিয়োগ:** প্রকল্পে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট খাতের বিনিয়োগ, পাশাপাশি Social Business বা Impact-driven financing এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অংশিদারিত্ব গঠন।

(৪) **সদস্য ফি:** সাধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক, আজীবন ও অন্যান্য শ্রেণির সদস্যদের এককালীন এবং নিয়মিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি।

(৫) **কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** অংশগ্রহণ ফি, কোর্স ফি এবং আয়োজনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহায়তা থেকে প্রাপ্ত আয়।

(৬) **স্পনসরশিপ:** বিভিন্ন কোম্পানি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার Corporate Social Responsibility (CSR) কর্মসূচির আওতায় অর্থ, সামগ্রী বা কারিগরি সহায়তা গ্রহণ।

(৭) **পণ্য ও সেবা বিক্রি:** সামাজিক উদ্যোগভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য, কারিগরি সেবা, পরামর্শ, প্রকাশনা, অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার ইত্যাদির বিপণন।

(৮) **ফান্ডরেইজিং ইভেন্ট:** চ্যারিটি প্রোগ্রাম, নিলাম, প্রদর্শনী, মেলা, কনসার্ট, ম্যারাথন বা র‍্যান্ডমাইজড ইনসেন্টিভ প্রোগ্রাম, স্ক্র্যাচকার্ড প্রোগ্রাম, কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও জনসচেতনতামূলক ইভেন্ট আয়োজন।

(৯) **ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম:** দেশি-বিদেশি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (যেমন: GoFundMe, GlobalGiving, LaunchGood, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট ইত্যাদি) ব্যবহার করে অনলাইনে গণঅনুদান সংগ্রহ।

(১০) **অন্যান্য বিনিয়োগ ও আয়ের সুযোগ:** নতুন সম্ভাবনাময় সামাজিক উদ্যোগ, স্টার্টআপ, অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রকল্প, গ্রিন এন্টারপ্রাইজ, প্রযুক্তিনির্ভর মডেল (Digital Subscription, Freemium Services)।

(১১) **ডোনেশন, উইল ও দানবাক্স:** স্বেচ্ছায় দান, দাতব্য উইল (Will) এবং নির্দিষ্ট স্থানে দানবাক্স স্থাপন ও তদারকির মাধ্যমে নগদ বা অ-নগদ সহায়তা সংগ্রহ।

(১২) **সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার Matching Fund এবং Co-financing:** যেসব সহযোগী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তাদের পক্ষ থেকে Match Fund বা যৌথ অর্থায়নের সুযোগ কাজে লাগানো হবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা, সুশাসন এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপরোক্ত উৎসসমূহকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো হবে।

২৪। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার

(১) **দান ও অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম সফল বাস্তবায়ন এবং জনকল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট কোম্পানি, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান, অনুদান বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহ করতে পারবে, যা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম এবং জনকল্যাণমুখী যেকোনো কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য যে, অনুদান বা দান হিসেবে সংগৃহীত অর্থ, সম্পদ ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা ফেরত প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(২) **বিনিয়োগ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ গ্রহণ ও বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে পারবে, যা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে। বিনিয়োগকারীগণ নির্ধারিত শর্ত ও চুক্তির আলোকে আয় বা মুনাফার অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) **ঋণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান নিশ্চিতকরণে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের ঋণ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহ করতে পারবে। উক্ত ঋণ নির্ধারিত সময়সীমা, চুক্তিভিত্তিক শর্তাবলী এবং ফেরতযোগ্যতা নীতিমালার আলোকে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের কল্যাণে ব্যবহার যাবে।

২৫। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমসমূহ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ উল্লিখিত যেকোনো পদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বারা পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাধারণ ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে, ২) অনলাইন ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, ৩) ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), ৫) রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS), ৬) ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB), ৭) বাংলা কিউআর / কিউআর পেমেন্ট (Bangla QR / QR Payment), ৮) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS:bKash, Nagad, Rocket, Upay, SureCash, TapPay, iPay ইত্যাদি), ৯) আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর (IBFT-Inter-Bank Fund Transfer), ১০) কার্ড পেমেন্ট সিস্টেম (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay), ১১) ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (EOPG: ShurjaPay, SSLCommerz, PortWallet, EkPay, AamarPay, ইত্যাদি), ১২) আন্তর্জাতিক ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে PayPal, Stripe, Payoneer, Skrill, 2Checkout (Verifone), Authorize.Net, Square, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay ইত্যাদি, ১৩) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACH-Bangladesh Automated Cheque Processing System), ১৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস (BEPS-Bangladesh Electronic Payment

Systems) ও ১৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে।

২৬। সদস্য ফি কাঠামো ও অর্থায়নের নির্দেশিকা

(১) **রেজিস্ট্রেশন ফি:** নতুন সদস্যদের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি এককালীন অফেরতযোগ্য ফি প্রদান করতে হবে।

(২) **সাবস্ক্রিপশন ফি:** সদস্যদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অফেরতযোগ্য মাসিক বা বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন ফি করতে হবে।

(৩) **অন্যান্য সদস্য ফি:** বিভিন্ন কার্যক্রম বা বিশেষ সুবিধার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান ফি বা কর্মশালা বা সেমিনার ফি বা সার্টিফিকেট বা আইডি ফি প্রদান করতে হবে (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)।

(৪) **রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি হ্রাস বা বৃদ্ধি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন অনুসারে My Welfare App, welfarebd.org এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমসহ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্যান্য প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যেকোনো সময় রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৫) **স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি দিয়ে অংশগ্রহণ:**
প্রকল্পভিত্তিক অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সদস্যরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমে স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। যথা:

(ক) **ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা:**

১) সদস্যদেরকে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করতে হবে।

২) এ ফি সদস্যপদ প্রক্রিয়াকরণ ও সেবা ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) **ফি ব্যবহারের উদ্দেশ্য:**
সংগৃহীত ফি দান-অনুদান নির্ভর প্রকল্পসমূহের প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াকরণ ও দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কারিগরি ব্যয় নির্বাহে ব্যবহৃত হবে।

(গ) **সুবিধা গ্রহণের কাঠামো:**

১) সদস্যরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত পরিষেবা বা নির্ধারিত ফ্রি সেবার বরাদ্দ অনুযায়ী ধাপে ধাপে সুবিধা গ্রহণ করবে।

২) সেবার ধরন ও পর্যায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নির্দেশিত নিয়ম ও শর্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(ঘ) **শর্তসাপেক্ষ অংশগ্রহণ:**

১) সদস্যদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ।

২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উপর কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ, জোরপূর্বক সেবা আদায়ের চেষ্টা বা অন্যান্য দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা নীতিমালার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হবে।

২৭। রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি রিফান্ড পলিসি
প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রিফান্ড পলিসি প্রযোজ্য হবে:

(১) **রেজিস্ট্রেশন ফি রিফান্ড পলিসি:**

(ক) সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি কোনোভাবেই ফেরতযোগ্য নয়।

(খ) এই ফি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সদস্যপদ প্রক্রিয়া সম্পাদন, প্রশাসনিক যাচাই এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনার খরচ নির্বাহে ব্যবহৃত হয়।

(গ) কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় সদস্যপদ বাতিল করলেও বা পরবর্তীতে সেবা গ্রহণ না করলেও ফি ফেরতের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) **সাবস্ক্রিপশন ফি রিফান্ড পলিসি:**

(ক) নির্ধারিত মেয়াদের জন্য প্রদত্ত সাবস্ক্রিপশন ফি ফেরতযোগ্য নয়।

(খ) সদস্যগণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই ফি পরিশোধ করে সেবা গ্রহণের অধিকার অর্জন করবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার চলমান কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

(গ) স্বেচ্ছায় সদস্যপদ পরিত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা বা নিজ সিদ্ধান্তে সেবা গ্রহণ বন্ধ করলেও সাবস্ক্রিপশন ফি ফেরত দেওয়া হবে না।

(৩) **অন্যান্য শর্তাবলী:**

(ক) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার বিবেচনায় বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন: প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা দ্বৈত লেনদেন) সীমিত ও যাচাইসাপেক্ষে ফেরত বিবেচনা করতে পারে।

(খ) এ ধরনের ক্ষেত্রে লিখিত আবেদন, প্রমাণাদি ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(গ) ফেরতের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে।

২৮। সদস্যপদে অংশগ্রহণ ও অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যবস্থাপনা
প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য হলো অনগ্রসর, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া এবং সমস্যাগ্রস্ত জনগণের আর্থিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, যার অর্থায়নের একটি মূল উৎস হবে বিভিন্ন ধরনের সদস্যপদে রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে সংগৃহীত এককালীন অফেরতযোগ্য ফি। সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিতভাবে নির্ধারিত শ্রেণিভুক্ত সদস্যপদে আবেদন করে নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি এককালীন পরিশোধ করবে। সদস্যপদে অংশগ্রহণ ও অফেরতযোগ্য প্রাপ্ত ফি ব্যবস্থাপনা। যথা:

(১) **রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি নিম্নলিখিত খাতসমূতে ব্যয় ও বিনিয়োগ করা হবে:**

(ক) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রশাসনিক পরিচালন ব্যয়;

(খ) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যয়;

(গ) সদস্যদের জন্য নির্ধারিত সুবিধা প্রদান ও কার্যকরকরণ ব্যয়;

(ঘ) প্রযুক্তি ও তথ্য-ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা ব্যয়;

(ঙ) দেশ ও বিদেশে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়;

(চ) কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী ও অস্থায়ী বা পার্ট-টাইম জনবলের ন্যায্য ও প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা (যেমন: বেতন বা ভাতা, কমিশন, বোনাস, ইনসেনটিভ, পুরস্কার ইত্যাদি) ব্যয়;

(ছ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিনিয়োগ ব্যয়;

(জ) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিনিয়োগ ব্যয়;

(ঝ) চার্ট অব অ্যাকাউন্টস অনুসারে অন্যান্য খাতসমূহে ব্যয়।

(২) **রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ বা পরিশোধের মাধ্যম:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ উল্লিখিত যেকোনো পদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বারা পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাধারণ ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে, ২) অনলাইন ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, ৩) ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), ৫) রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS), ৬) ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB), ৭) বাংলা কিউআর / কিউআর পেমেন্ট (Bangla QR / QR Payment), ৮) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS:bKash, Nagad, Rocket, Upay, SureCash, TapPay, iPay ইত্যাদি), ৯) আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর (IBFT-Inter-Bank Fund Transfer), ১০) কার্ড পেমেন্ট সিস্টেম (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay), ১১) ই-কমার্স ও

অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (EOPG: ShurjaPay, SSLCommerz, PortWallet, EkPay, AamarPay, ইত্যাদি), ১২) আন্তর্জাতিক ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে PayPal, Stripe, Payoneer, Skrill, 2Checkout (Verifone), Authorize.Net, Square, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay ইত্যাদি, ১৩) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACH-Bangladesh Automated Cheque Processing System), ১৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস (BEPS-Bangladesh Electronic Payment Systems) ও ১৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ বা পরিশোধ করতে পারবে।

২৯। বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি গ্রহণ ব্যবস্থাপনায় হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ নিষিদ্ধ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে নির্ধারিত হার ও পদ্ধতিতে গৃহীত কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি বৈধ ও চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। একবার প্রদত্ত কোনো ফি কোনো অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য হবে না, যদি না প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতিমালায় বিশেষভাবে ভিন্নভাবে উল্লেখ থাকে। ফি প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা গ্রাহক উক্ত নীতিমালা স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ সম্মতিতে গ্রহণ করেছেন বলে বিবেচিত হবে। এই বিষয়ে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোনো প্রকার আইনি কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হবে না। সকল প্রকার বিরোধ কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিধি এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৩০। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন

(১) **মুনাফার বিনিয়োগ ও বণ্টন**: প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতায় বিভিন্ন লাভজনক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হবে। অবশিষ্ট মুনাফা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতি অনুযায়ী অংশীদার, ম্যানেজমেন্ট সদস্য বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করা যেতে পারে। বিনিয়োগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রযোজ্য আইন এবং বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

(২) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ:** বিনিয়োগযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ হবে নিম্নরূপ:

(ক) সরকারি সঞ্চয়পত্র, বন্ড ও ট্রেজারি বিল;

(খ) ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিট ও আমানত স্কিম;

(গ) শেয়ার বাজারে অনুমোদিত শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড;

(ঘ) অবকাঠামো ও শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প;

(ঙ) সামাজিক উন্নয়ন ও প্রভাবমূলক প্রকল্প (Social Impact Projects);

(চ) বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম;

(ছ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিনিয়োগ;

(জ) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিনিয়োগ।

৩১। দান-অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ সংগ্রহকারীদের জন্য ফি ও কমিশন ব্যবস্থাপনা

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দান-অনুদান, বিনিয়োগ বা ঋণ সংগ্রহে সহায়তা করবে, তাদের নির্ধারিত হারে সম্মানী বা ফি বা চার্জ বা কমিশন প্রদান করা যেতে পারে। এই হার নিম্নরূপ:

(১) **দান-অনুদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** দান-অনুদান সংগ্রহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত অনুদানের সর্বোচ্চ ৩% থেকে ১০% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি প্রদানযোগ্য হবে।

(২) **বিনিয়োগ সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** বিনিয়োগ সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ ৫% থেকে ৭.৫% পর্যন্ত কমিশন বা চারজ বা ফি প্রদান করা যাবে।

(৩) **ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** ঋণ সংগ্রহে সহায়তাকারীদের জন্য প্রাপ্ত ঋণের সর্বোচ্চ ২.৫% থেকে ৫% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি নির্ধারণযোগ্য হবে।

৩২। ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করতে পারবে। উক্ত হিসাবসমূহ কেবলমাত্র নির্ধারিত ও অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

৩৩। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিধান

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে এক বা একাধিক সঞ্চয়ী, চলতি, মেয়াদী, এসএনডি বা অন্যান্য প্রকারের ব্যাংক হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারবে। উক্ত হিসাবসমূহ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রযোজ্য আইন, বিধি-বিধান ও অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৩৪। আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের আওতাভুক্ত সকল আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছ, সঠিক ও সময়মতো নথিভুক্ত করা হবে। উক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

৩৫। নিরীক্ষা (Audit) ও জবাবদিহিতা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের আওতাভুক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা সরকারের অনুমোদিত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়
কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন

৩৬। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেসের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ, অর্থায়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, প্রশিক্ষণ এবং যেকোনো পরিমাণ ও যেকোনো প্রকার বিনিয়োগ, অনুদান, ঋণ, শেয়ার বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি, কারিগরি সহায়তা গ্রহণ ও ব্যবহার এবং একক বা অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **শিশুকল্যাণ ও উন্নয়ন:** শিশুদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা। এতিম, অনাথ, পথশিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহায়তা প্রদান। শিশু শ্রম, নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা।

(২) **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, বৈষম্য ও অবহেলা দূর করা। সহায়ক যন্ত্রপাতি, আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা।

(৩) **নারীকল্যাণ ও উন্নয়ন:** নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। বাল্যবিবাহ, নির্যাতন ও বৈষম্য প্রতিরোধ। নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও পরিবার সমাজে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে টেকসই উন্নয়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৪) **প্রবীণদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন:** প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। একাকীত্ব দূরীকরণে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র, বৃদ্ধাশ্রম ও গৃহভিত্তিক সেবা চালু করে তাদের সম্মানজনক ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করা।

(৫) **আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের সহায়তা:** অপরাধে জড়িত বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের পুনর্বাসন, পরামর্শ ও আইনি সহায়তা প্রদান। নিরাপদ আশ্রয়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনঃঅন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং শাস্তির বদলে সংশোধন ও সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নেওয়া।

(৬) **যুবকল্যাণ ও উন্নয়ন:** যুবসমাজের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি ও বেকারত্ব হ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদেরকে জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

(৭) **কারামুক্ত কয়েদীদের পুনর্বাসন:** কারামুক্ত ব্যক্তিদের সামাজিক পুনঃঅন্তর্ভুক্তি, মানসিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা এবং সমাজে বৈষম্য ও অবহেলা দূর করে সম্মানজনক জীবনযাপন নিশ্চিত করা।

(৮) **ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উন্নয়ন:** ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় মানুষদের আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে স্বাবলম্বী করা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা।

(৯) **দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক রোগীদের সহায়তা:** দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ও মানসিক রোগে ভোগা ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা, ঔষধ ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান। মানসিক সমর্থন, কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং পরিবার ও সমাজে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে স্বাবলম্বী জীবনযাপন উৎসাহিত করা।

(১০) **ছাত্রকল্যাণ:** ছাত্রদের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সহায়তা প্রদান। ছাত্রী-ছাত্রদের জন্য অনুদান, বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিনোদন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা।

(১১) **পরিবারকল্যাণ:** পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি ও সুষ্ঠু জীবনধারার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং পারিবারিক কল্যাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(১২) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:** প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের পূর্বসতর্কতা, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা। ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সহায়তা প্রদান এবং পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে টেকসই সমাজ গঠন নিশ্চিত করা।

(১৩) **স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা:** জনসাধারণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগনিরাময় সেবা প্রদান। স্বাস্থ্য পরীক্ষণ, টিকা, পুষ্টি ও মা-শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যের উপর শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গড়ে তোলা।

(১৪) **পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক বনায়ন:** প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা, বায়ু ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ। সামাজিক বনায়ন, গাছরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই বাসস্থান নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় কমিউনিটি ও শিশু-কিশোরদের পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তোলা।

(১৫) **আইনগত শিক্ষা ও সহায়তা:** জনসাধারণকে আইনের জ্ঞান, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। আইনি পরামর্শ, প্রতিকার ও সহায়তা প্রদান এবং বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত, শিশু ও নারী-প্রবীণদের জন্য আইনগত সহায়তার মাধ্যমে ন্যায়বিচার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(১৬) **মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন:** মাদকাসক্তদের নিরাময়, পুনর্বাসন ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী ও সমাজে পুনঃঅন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং মাদকমুক্ত জীবনধারার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ গ্রহণ।

(১৭) **প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন:** সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করা।

(১৮) **সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ:** বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থা ও প্রকল্পের কার্যক্রমে সমন্বয় নিশ্চিত করা। কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় কমিউনিটিকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়ন প্রদান এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে কার্যকরী সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বৃদ্ধি করা।

(১৯) **শিশুশ্রম রোধ ও শিশু অধিকার রক্ষা:** শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও মানসিক বিকাশে সহায়তা প্রদান। আইনগত পদক্ষেপ, সচেতনতা কর্মসূচি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা।

(২০) **আয়বর্ধক কর্মসংস্থান:** সুবিধাবঞ্চিত ও তরুণদের জন্য স্থায়ী ও আয়বর্ধক চাকরি ও উদ্যোক্তা সুযোগ সৃষ্টি। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায়িক সহায়তার মাধ্যমে স্বাবলম্বী জীবন নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা।

(২১) **দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন:** দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য আয়উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়ন ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং আর্থ-সামাজিকভাবে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী সমাজ গড়ে তোলা।

(২২) **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষা:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণ। নবায়নযোগ্য শক্তি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই জীবনধারা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় কমিউনিটি ও শিশু-কিশোরদের পরিবেশ সচেতন করে দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তোলা।

(২৩) **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:** সকল বয়সের মানুষকে মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান। পেশাদারী প্রশিক্ষণ, জীবনদক্ষতা ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে স্বাবলম্বী ও যোগ্য নাগরিক তৈরি করা এবং শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

(২৪) **ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তি ব্যবহার:** সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ই-সেবা ব্যবহার সম্প্রসারিত করা। তথ্যপ্রবাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তি মাধ্যমে কার্যকর, স্বচ্ছ ও টেকসই সেবা প্রদান করা।

(২৫) **গ্রামীণ ও শহর উন্নয়ন:** গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার অবকাঠামো, জীবনমান ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন। স্বচ্ছ পানি, স্যানিটেশন, নিরাপদ আশ্রয় ও পরিবহণ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার ও কমিউনিটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(২৬) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সেবা:** স্থানীয় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আয়সৃষ্টি, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা সহায়তা প্রদান। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ, পরামর্শ ও বিপণন সেবা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে টেকসই উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী সমাজ গড়ে তোলা।

(২৭) **বিশেষায়িত ইনস্টিটিউশন ও সার্ভিসেস:** সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ ও শিশুদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদান। দক্ষ পেশাদার ও প্রশিক্ষিত কর্মী দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করে মানসম্পন্ন ও টেকসই সহায়তা নিশ্চিত করা এবং সমাজের সংবেদনশীল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

(২৮) **সামাজিক সচেতনতা ও প্রচারাভিযান:** জনগণকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, আইন ও সামাজিক অধিকারের বিষয়ে সচেতন করা। প্রচারাভিযান, কর্মশালা ও কমিউনিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসিকতা পরিবর্তন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সামাজিক ন্যায্যতা, দায়িত্বশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা।

(২৯) **নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সংরক্ষণ:** পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দায়িত্বশীল প্রজন্ম ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলা।

(৩০) **দুঃস্থ পরিবারের কন্যা সন্তানদের বিবাহে সহায়তাদান:**

(ক) সংস্থার উদ্যোগে দুঃস্থ, অসহায় ও নিম্নআয়ের পরিবারের কন্যা সন্তানদের বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(খ) বিবাহ অনুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য, পোশাক, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা।

(৩১) **দুঃস্থ পরিবারের মাঝে গৃহ নির্মাণ সহায়তাদান:**

(ক) সংস্থার উদ্যোগে দুঃস্থ, অসহায় ও গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ, সংস্কার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(খ) পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ ও উপযোগী আবাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(গ) স্থানীয় জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৩৭। **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতাভুক্ত প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামসমূহ**

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতায় সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামসমূহ পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	কোড নম্বর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	স্মার্ট শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন প্রোগ্রাম	SERIP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম	SFNDP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	স্মার্ট কৃষি শিল্প উন্নয়ন ও কৃষক সচেতনতা প্রোগ্রাম	SAIDFAP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৪)	জাতীয় পর্যায়ের মানবিক সহায়তা প্রোগ্রাম	NHSP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৫)	নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন প্রোগ্রাম	SWSP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৬)	পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা প্রোগ্রাম	EDCRP	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এককালীন,অফেরতযোগ্য

৩৮। **শিক্ষা, গবেষণা ও সুফিবাদভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা**

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতায় শিক্ষা, গবেষণা ও সুফিবাদভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং

সুফিজম ইনস্টিটিউশন গঠন ও পরিচালনা করা হবে। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার শিক্ষা, গবেষণা ও সুফিবাদভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

(১) আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

(২) গবেষণার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান তৈরি ও বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

(৩) সুফিজম ইনস্টিটিউশন গঠন করে সুফিবাদভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও মানবিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

(৪) শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা, কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে।

(৫) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সুফিজম ইনস্টিটিউশন গঠন ও পরিচালনায় সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা প্রদান করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সমন্বয় করবে।

৩৯। জাতিসংঘ অঙ্গসংগঠন সম্পর্কিত কার্যক্রম

সংস্থা জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগের আর্থিক, কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনগুলোর নীতিমালা, কৌশল ও কর্মকাণ্ডকে দিকনির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, কৃষি, অর্থনীতি, নারী উন্নয়ন, শরণার্থী সহায়তা, পরিবেশ সংরক্ষণসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সংস্থা এসব অঙ্গসংগঠনের দান-অনুদান, ঋণ, বিনিয়োগ, অভিজ্ঞতা, সুপারিশ ও নীতিমালার আলোকে প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে। জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংগঠনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

(১) **UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund):** শিশু অধিকার ও কল্যাণ নিয়ে কাজ করা।

(২) **WHO (World Health Organization):** বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নীতি প্রণয়ন নিয়ে কাজ করা।

(৩) **UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):** শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা।

(৪) **WFP (World Food Programme):** ক্ষুধা দূরীকরণ ও খাদ্য সহায়তা নিয়ে কাজ করা।

(৫) **FAO (Food and Agriculture Organization):** কৃষি, খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা।

(৬) **ILO (International Labour Organization):** শ্রমিক অধিকার ও কর্মপরিবেশ নিয়ে কাজ করা।

(৭) **UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees):** শরণার্থীদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করা।

(৮) **UNDP (United Nations Development Programme):** উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও সুস্থ শাসনব্যবস্থা নিয়ে কাজ করা।

(৯) **UNFPA (United Nations Population Fund):** পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচি নিয়ে কাজ করা।

(১০) **UNEP (United Nations Environment Programme):** পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা।

(১১) **IFAD (International Fund for Agricultural Development):** গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষক সহায়তা নিয়ে কাজ করা।

(১২) **ICAO (International Civil Aviation Organization):** আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন নীতি ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা।

(১৩) **IMO (International Maritime Organization):** সমুদ্রপথে পরিবহন ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা।

(১৪) **ITU (International Telecommunication Union):** টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করা।

(১৫) **WIPO (World Intellectual Property Organization):** মেধাস্বত্ব ও কপিরাইট সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা।

(১৬) **World Bank:** উন্নয়ন ঋণ ও অর্থনৈতিক সহায়তা নিয়ে কাজ করা।

(১৭) **IMF (International Monetary Fund):** আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণনীতি নিয়ে কাজ করা।

(১৮) **UN Women:** নারী উন্নয়ন ও লিঙ্গ সমতা নিয়ে কাজ করা।

(১৯) **UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees):** ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য সহায়তা নিয়ে কাজ করা।

(২০) **UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS):** এইডস প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সচেতনতা নিয়ে কাজ করা।

৪০। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতাভুক্ত কমিউনিটি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য ফি কাঠামো

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর পেশা, বয়স, সামাজিক অবস্থা ও কার্যক্রমভিত্তিক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি কাঠামো অনুসারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। উক্ত কাঠামোর আওতায় নির্ধারিত কমিউনিটি সদস্যদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ক্যাটাগরিসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম	কমিউনিটি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ক্যাটাগরি	কোড	রেজিস্ট্রেশন ফি	সাবস্ক্রিপশন ফি			
			৫ বছর	১০ বছর	১৫ বছর	২০ বছর	২৫ বছর
(১)	Welfare Community Member	WCM	৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	২,৫০০/-

৪১। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতায় উদ্যোক্তা সহায়তা তহবিল

(১) দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন খাত থেকে অর্জিত মুনাফা ব্যবহার করে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতায় উদ্যোক্তা সহায়তা তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা হবে। এই তহবিল উদ্যোক্তা সৃষ্টির সহায়তা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

(২) **রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া:** আগ্রহী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিচের যেকোনো পদ্ধতিতে স্বেচ্ছায় স্বপ্রোণদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধিত হতে হবে। My Welfare App ব্যবহার করে অথবা welfarebd.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অথবা প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত অন্যান্য Software, Website অথবা Mobile Apps এর মাধ্যমে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্ধারিত অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক মাধ্যম ব্যবহার করে।

(৩) **আর্থিক সহায়তার উৎস:** নিবন্ধিত ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত উৎসসমূহ থেকে নগদ অর্থ সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে। যথা:

(ক) দেশি ও বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ, প্রকল্প বা স্কিম ভিত্তিক বরাদ্দ।

(খ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সহায়তা।

(গ) কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত ও অর্জিত লভ্যাংশের নির্ধারিত অংশ হতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৪) **আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ও বিতরণ প্রক্রিয়া:**

(ক) সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

(খ) সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদন্ড ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

(গ) সহায়তা সরাসরি প্রাপকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (যেমন: বিকাশ, নগদ ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে পাঠানো হবে।

৪২। প্রোডাক্ট, পরিষেবা ও নগদ অর্থ বরাদ্দ বিতরণ কাঠামো

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতায় স্বেচ্ছায় স্বপ্রোণদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানপূর্বক নির্ধারিত সময়ের জন্য নিবন্ধিত হলে সদস্যগণ বর্ণিত উৎসসমূহের সহায়তায় গৃহীত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচির আওতায় প্রোডাক্ট ও পরিষেবা গ্রহণে অগ্রাধিকার পাবে। নিবন্ধিত সদস্যগণ প্রাপ্ত হবে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), ঋণ (ফেরতযোগ্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ), দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা, বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচি এই সকল সহায়তার আওতায় প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবাসমূহের সুবিধা নিবন্ধিত সদস্যগণ গ্রহণ করতে পারবে, প্রযোজ্য নীতিমালা, চুক্তি ও শর্তসাপেক্ষে। উল্লেখ্য যে, বরাদ্দ বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ক্রমে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব অনুমোদিত বিতরণ কাঠামো অনুসরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রমের গাইডলাইন, শর্তাবলী ও ধরন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান সম্পাদিত হবে।

৪৩। ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্যদের ডিসকাউন্ট সুবিধা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক CSS এর আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতায় ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্যরা তাদের সদস্যপদ বজায় রাখার

মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সুবিধায় বিশেষ ডিসকাউন্ট পাবে। এর উদ্দেশ্য হবে: সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা এবং সদস্যদের জন্য আর্থিকভাবে সহজলভ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং কমিউনিটির ভেতরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বনির্ভরতা গড়ে তোলা। সম্ভাব্য ডিসকাউন্ট সুবিধার ক্ষেত্রসমূহ:

(১) **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ**: কোর্স ফি, ডিজিটাল ট্রেনিং, কারিগরি প্রশিক্ষণে ছাড়।

(২) **স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি**: স্বাস্থ্য ক্যাম্প, টেলিমেডিসিন, ওষুধ এবং ল্যাব টেস্টে বিশেষ ছাড়।

(৩) **কৃষি ও উৎপাদন**: কৃষি উপকরণ, বীজ, সার ও যন্ত্রপাতিতে ডিসকাউন্ট।

(৪) **উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান**: ক্ষুদ্রঋণ, ব্যবসা সহায়তা ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ খরচে ছাড়।

(৫) **পর্যটন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া**: স্থানীয় ট্যুর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া কার্যক্রমে বিশেষ সুবিধা।

(৬) **ডিজিটাল সেবা**: ই-লার্নিং, অনলাইন কনসালটেশন ও প্রযুক্তি সেবায় ডিসকাউন্ট।

(৭) **নিয়মাবলি:**

ক) ডিসকাউন্ট সুবিধা কেবল বৈধ সদস্য আইডি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রযোজ্য হবে।

খ) বিভিন্ন সেবা খাতভেদে ছাড়ের হার আলাদা হতে পারে (যেমন ৫%-৩০%)।

গ) বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে সুবিধা কার্যকর থাকবে।

অষ্টম অধ্যায়

সদস্যপদ গ্রহণ, স্থগিতকরণ, বাতিল ও পুনঃনবায়ন

৪৪। ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্যপদের যোগ্যতা

(১) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও সকল নীতিমালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে, যা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে নিশ্চিত করবে।

(২) দেশ বা বিদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক অথবা সুফলভোগী লিখিত অনুমতি বা মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় প্রকল্পভিত্তিক সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

(৩) সদস্যদেরকে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করতে হবে।

৪৫। সদস্য নবায়ন, স্থগিতকরণ ও বাতিল

(১) **সদস্যপদ নবায়ন:**

(ক) নির্ধারিত মেয়াদ শেষে প্রতিটি সদস্যকে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সদস্যপদ নবায়ন করতে হবে।

(খ) নবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার অনিয়ম, জালিয়াতি, মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ অবিলম্বে বাতিল হবে।

(গ) এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(২) **সদস্যপদ স্থগিতকরণ:**

(ক) কোনো সদস্য নীতিমালা বা আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট তদন্ত বা শুনানির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হবে।

(খ) তদন্ত ও শুনানি শেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যপদ পুনরায় বহাল করা যেতে পারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অথবা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে।

(গ) এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(৩) **সদস্যপদ বাতিল:**

(ক) কোনো সদস্য মৌখিক বা লিখিতভাবে স্বেচ্ছায় সদস্যপদ বাতিল করলে, ব্যক্তিগত শুনানির পর এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা কার্যকর হবে।

(খ) কোনো সদস্যের মৃত্যু, মানসিক ভারসাম্য হারানো, অথবা আইনগত অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হওয়া বা অপরাধে অভিযুক্ত হলে সদস্যপদ বাতিল হবে।

(গ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্বার্থ ও আদর্শ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হওয়া, অথবা লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ব্যক্তিগত শুনানির পর প্রমাণিত হলে সদস্যপদ বাতিল হবে।

(ঘ) অযৌক্তিক কারণে নিষ্ক্রিয় বা অকর্মণ্য থাকলে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয়তা বা অপারগতা প্রকাশ করলে।

(ঙ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে পত্রপত্রিকা, সভা-সমিতি, টক-শো, গোল টেবিল বৈঠক বা সেমিনারে বক্তব্য দেওয়ার পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ না করলে।

(চ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম বা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করলে।

(ছ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম ভিত্তিক সদস্য যদি নিবন্ধন শর্তাবলী ভঙ্গ করে।

(জ) স্থগিত বা বাতিলকৃত সদস্য যদি সন্তোষজনকভাবে জবাব প্রদান করে, তবে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যপদ পুনঃনবায়ন করা যাবে।

৪৬। মৃত সদস্যের দায় ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতাভুক্ত কোনো কমিউনিটি সদস্য মৃত্যুবরণ করে, তবে তার মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট সেবা, দায় বা সুবিধাদি প্রাপ্তির বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতি প্রযোজ্য হবে:

(১) **উত্তরাধিকারীর আবেদন:** মৃত সদস্যের বৈধ উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবে।

(২) **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে: ১) মৃত সদস্যের মৃত্যুর সনদপত্র, ২) বৈধ উত্তরাধিকারীর পরিচয়পত্র ও ছবি, ৩) পারিবারিক সনদ বা উত্তরাধিকার প্রত্যয়নপত্র (যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত) এবং ৪) সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট নম্বর বা ডকুমেন্ট।

(৩) **যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্ত:** কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই-বাছাই করে সেবাসমূহ হস্তান্তর, আর্থিক দায়মুক্তি বা সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমোদন বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৪) **সদস্যপদ হস্তান্তর:** যদি মৃত সদস্যের সদস্যপদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো বিধান প্রযোজ্য হয়, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে সদস্যপদ হস্তান্তরের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

(৫) **বিশেষ বিবেচনা:** জরুরি বা মানবিক Grounds এ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নীতিনির্ধারণী সভার অনুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৪৭। আইনি ভিত্তি ও নীতিগত কাঠামো

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, চুক্তিপত্র ও অন্যান্য সমজাতীয় আইনগত দলিলের ভিত্তিতে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রযোজ্য কোম্পানি আইন, সমাজসেবা অধিদফতর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রণীত পরিপত্র, নীতিমালা, বিধিমালা ও অন্যান্য আইনগত কাঠামো অনুসরণ করা যাবে।

নবম অধ্যায়

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, প্রশাসনিক সমন্বয় ও তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা

৪৮। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পদ, দক্ষতা ও প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই অংশীদারিত্ব উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। এতে টেকসই ও সমন্বিত সেবা প্রদান নিশ্চিত হয়,যা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে কার্যকর। পাশাপাশি অর্থায়ন ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বাড়িয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনে।

৪৯। অংশীদারিত্ব কাঠামো, সমন্বয় ও পরিচালন পদ্ধতি

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সুসংগঠিত সমন্বয় কাঠামো অপরিহার্য। এ কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো অংশীজনদের মধ্যে দায়িত্ববণ্টন, তথ্য বিনিময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অগ্রগতির মূল্যায়নের একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সাধারণত, অংশীজনদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি বা পরিচালনা ফোরাম গঠন করা হয়, যা উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে। যথা: ১) অংশীদারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, ২) কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, ৩) নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, ৪) প্রকল্পভিত্তিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান ও ৫) পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি। এই কাঠামোর মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা হয় এবং সমন্বয়হীনতার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৫০। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (PPP) সোশ্যাল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এর আওতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন এবং একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি কোম্পানি, এনজিও অথবা দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সঙ্গে দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসংগ্রহ কিংবা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) ভিত্তিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫১। **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ**

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রমের আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সকল মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৪) অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৫) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৬) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৮) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১০) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৮) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২০) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২২) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৩) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৪) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৫) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৬) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৭) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৮) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৯) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩০) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩১) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৩) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৫) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৬) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৭) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৮) রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৯) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।
(৪০) **প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-সহযোগিতায় কার্যসম্পাদন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ সারাদেশে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরসমূহ: ১) গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), ২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA), ৩) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA), ৪) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) অফিস, ৫) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ৬) আশ্রয়ণ-২প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৭) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA), ৮) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA), ৯) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা ও দপ্তরসমূহ।
(৪১) **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীনস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ (Allocation of Business অনুযায়ী) কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ বাস্তবায়নে সহায়ক মন্ত্রণালয় ও সংস্থারূপে বিবেচিত হবে। এ সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি সম্পাদন ও পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে। এছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ, তদ্বর্তী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।
(৪২) **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ এবং দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করা হবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। উল্লেখিত সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

(৪৩) **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:**
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ:

(ক) **স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ:** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ: ১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), ২) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৩) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG), ৪) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন), ৫) ঢাকা ওয়াসা, ৬) চট্টগ্রাম ওয়াসা, ৭) খুলনা ওয়াসা, ৮) রাজশাহী ওয়াসা, ৯) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ১০) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ১১) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ১২) খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ১৩) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, ১৪) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, ১৫) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৬) রংপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৭) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ১৮) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ১৯) সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও ২০) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

(খ) **সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ১) সমবায় অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা, ৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া, ৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ, ৬) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা), ৭) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, ৮) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (SFDF), ৯) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF) ও ১০) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন।

(গ) **সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ১) বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের পরিচালক (স্থানীয় সরকার), ২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার), ৩) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৪) পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৫) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৬) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৭) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ।

(৪৪) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ:

(ক) **জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বা দপ্তর বা অধিদপ্তরসমূহ:** ১) বাংলাদেশ পুলিশ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৫) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৬) তদন্ত সংস্থা, আন্তঃঅপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৭) জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৮) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ৯) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১০) খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১১) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১২) বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৩) সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৪) গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৫) রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৬) বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য মেট্রোপলিটন ইউনিট ও অন্যান্য ইউনিটসমূহ, ১৭) জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ।

(খ) **সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বা দপ্তর বা অধিদপ্তরসমূহ:** ১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) কারা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ ও ৪) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ। উক্ত সকল সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীগণ।

(৪৫) **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ: ১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৪) সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, ৫) আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজসমূহ, ৬) ক্যাডেট কলেজসমূহ, ৭) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ৮) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস, ৯) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, ১০) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর, ১১) গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর, ১২) মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি, ১৩) আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ, ১৪) বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড, ১৫) বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ, ১৬) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ১৭) কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, ১৮) প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ১৯) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো), ২০) মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST), ২১) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, ২২) সামরিক বাহিনী কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ ও ২৩) জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ। উল্লিখিত সকল দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীগণ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

(৪৬) **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের স্থানীয় অফিসসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

(৪৭) **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, এনজিও, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করা হবে। উল্লেখিত সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

৫২। মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা সম্পর্কিত বিধান

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এলাকার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করবে। যথা:

(১) প্রশাসনিক বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট অফিসের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(২) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানবৃন্দ এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এরিয়া কমান্ডার (জিওসি), ব্রিগেড কমান্ডার, জোন কমান্ডার, ডেট কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক,

বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৪) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এরিয়া কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, জোন কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৫) পুলিশ বিভাগের রেঞ্জ পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি), জেলা পুলিশের অফিস প্রধান বা পুলিশ সুপার, সার্কেল অফিসার, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৬) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এর জেলা শাখার কর্নেল জিএস, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৭) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এর জেলা শাখার যুগ্ম পরিচালক/উপপরিচালক, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৮) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর প্রশাসনিক বিভাগের পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৯) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা বা স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা এসবির মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের অফিস প্রধান বা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১০) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট গোয়েন্দা শাখা সংক্ষেপে ডিবির মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের অফিস প্রধান বা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১১) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের অফিস প্রধান বা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১২) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের অফিস প্রধান বা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৩) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের কমান্ডিং অফিসার (সিও), ক্যাম্প কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৪) সমাজসেবা বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, থানা/উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৫) সমবায় বিভাগের বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক, জেলা কার্যালয়ের ডিসিও, টিসিও/ইউসিও/পরিদর্শকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৬) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, উপজেলা/থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৭) অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীন ১) বাংলাদেশ কাস্টমস, ২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (রাজস্ব নীতি বিভাগ / রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ), ৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ৪) ঢাকা কাস্টম হাউস, ৫) চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, ৬) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, ৭) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ৮) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, ও ৯) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এর অধীন ১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ৩) কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ, ৪) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ৫) এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই), ও ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫৩। আন্তর্জাতিক আর্থিক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দেশের প্রচলিত আইন, বিধি ও নীতিমালার আওতায় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্য হ্রাস এবং মৌলিক অধিকার ও সেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। প্রকল্পসমূহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরীক্ষাযোগ্যতা বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান যৌথ পাইলট উদ্যোগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, ঋণ ও বিনিয়োগভিত্তিক প্রকল্প এবং

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও, বৈশ্বিক দাতা গোষ্ঠী, ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে সমন্বিত অর্থায়ন ও কৌশলগত সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এই উদ্যোগসমূহ বিশেষত প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী, অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইনি ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা অনুসরণে সক্ষম থাকবে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫৪। **বৈদেশিক হাইকমিশন ও দূতাবাসসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন**

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশি দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা নিতে পারবে। এই সহযোগিতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, নিয়মাবলী ও চুক্তি মেনে পরিচালিত হবে। দূতাবাস বা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তা প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও আইনগত নিয়মাবলী অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য টেকসই উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক মিশন/দূতাবাসসমূহের সহায়তা বা সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন মনে করলে উল্লিখিত কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবে। যেমন: ১) রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার বা দূতাবাস প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করা, ২) যৌথ উদ্যোগ বা কর্মসূচি গ্রহণ, ৩) সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা, ৪) দান-অনুদান, প্রযুক্তি সহায়তা বা বিনিয়োগ আহ্বান, ৫) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। সহযোগিতার সম্ভাব্য অংশীদার বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ বৈদেশিক হাইকমিশন ও দূতাবাসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যথা:

(১) Australian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২) British High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩) Canadian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪) Consulate of the Republic of Singapore ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৫) Malaysian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৬) High Commission of Brunei ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৭) High Commission for the Islamic Republic of Pakistan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৮) High Commission of India ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৯) Delegation of the European Union ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১০) High Commission for the Democratic Socialist Republic of SriLanka ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১১) High Commission of Maldives ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১২) Embassy of Algeria ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৩) Embassy of Brazil ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৪) Embassy of Japan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৫) Embassy of Sweden ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৬) Embassy of Switzerland ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৭) Embassy of The Arab Republic of Egypt ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৮) Embassy of the Federal Republic of Germany ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৯) Embassy of the Holy See (Vatican) ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২০) Embassy of the Islamic Republic of Iran ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২১) Embassy of the Islamic State of Afghanistan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২২) Embassy of the Kingdom of Morocco ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৩) Embassy of the People's Republic of China ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৪) Embassy of the Republic of France ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৫) Embassy of the Republic of Indonesia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৬) Embassy of the Republic of Iraq ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৭) Embassy of the Republic of Italy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৮) Embassy of the Republic of Korea ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৯) Embassy of the Republic of Philippines ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩০) Embassy of the Republic of Turkey ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩১) Embassy of the Russian Federation, Russia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩২) Embassy of the State of Palestine ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৩) Embassy of the State of Qatar ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৪) Embassy of the Union of Myanmar ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৫) Embassy of the United States of America ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৬) Libyan Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৭) Royal Bhutanese Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৮) Royal Embassy of Saudi Arabia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৯) Embassy of Nepal ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪০) Royal Netherlands Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪১) Royal Norwegian Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪২) Royal Thai Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৩) The Democratic People's Republic of Korea ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৪) Embassy of the Republic of Kosovo ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৫) Embassy of the Socialist Republic of Vietnam ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৬) Embassy of the United Arab Emirates ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৫৫। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সহায়তায় আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৬। বিশেষায়িত ব্যাংক ও উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়ন অংশীদারিত্ব

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিশেষায়িত ও অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৭। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৮। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে অংশীদার কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর অধীন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত দেশ ও বিদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা যেকোনো প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৯। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অংশীদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দেশি এবং বিদেশি ন্যাশনাল ও

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম আরও উন্নত, কার্যকর ও টেকসই রূপ পাবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। দেশি ও বিদেশি ন্যাশনাল এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা জনগণের জীবিকা ও জীবনমানের উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ ধরনের অংশীদারিত্ব দেশের বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

৬০। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট সেক্টরের সহায়তায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহ কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট সেক্টরের দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬১। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল ঔষধ কোম্পানির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য দেশ ও বিদেশের ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্যিক ঔষধ কোম্পানিসমূহের দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৬২। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য My Welfare App, welfarebd.org, welfarefamily.org, job.welfarefamily.org, welfare.com.bd এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক Software, Website, Mobile Apps ও Modern Technology ব্যবহার করতে পারবে।

দশম অধ্যায়
বিশেষ বিধানাবলী

৬৩। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও এর আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রচারণা, ক্যাম্পেইন ও কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের প্রচার, সম্প্রসারণ, বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা, ক্যাম্পেইন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় যথাযথ পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হবে। এই উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দপ্তর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সকল বিভাগ, ইউনিট বা উইং এর মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করবে। প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্রচারপত্র, লিফলেট, ব্রোশিওর, অডিও-ভিডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন বিবেচনায়, কর্তৃপক্ষ একটি স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী কাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রচার ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত ভূমিকা পালন করবে।

৬৪। ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণের পদ্ধতি

প্রাসঙ্গিক বিধি ও নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হবে:

(১) **অস্থায়ী বা স্বেচ্ছাসেবক জনবল দ্বারা ক্যাম্পেইন পরিচালনা:** ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অস্থায়ী বা স্বেচ্ছাসেবক জনবল নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বহন করবে।

(২) **অ্যাপ বা ওয়েবসাইটভিত্তিক কমিউনিটি সেবা ও পিডিসি গঠন:** ক্যাম্পেইন চলাকালে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক ফ্রি সেবা প্রদান ও নিবন্ধিত পরিষেবার জন্য পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (পিডিসি) গঠন করা হবে।

(৩) **সদস্য তালিকা ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ:** অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত সদস্যদের তালিকার ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক প্রকল্প বা কর্মসূচির প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক দেশ ও বিদেশের সরকারি বা বেসরকারি দাতাগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করা হবে এবং অনুমোদন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে।

(৪) **অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ:** অনুমোদিত প্রকল্প বা কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ অনুযায়ী জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

(৫) **মেয়াদকালে সেবা বিতরণ:** প্রকল্প বা কর্মসূচির মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সদস্যদের মাঝে নির্ধারিত ফ্রি সেবা ও নিবন্ধিত পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা হবে।

(৬) **বিলম্ব সংক্রান্ত অবহিতকরণ:** যদি প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ বিলম্বিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের যথাসময়ে অবহিত করা হবে অথবা সময় সময় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য জানানো হবে।

৬৫। ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্য সংগ্রহের এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার প্রয়োজনে ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশে কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়; অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজনে সীমাহীন সংখ্যক কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহ করতে পারবে।

৬৬। ওয়েলফেয়ার কমিউনিটির স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি সদস্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং উন্মুক্ত থাকবে। দেশ ও বিদেশের যেকোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো কৃত্রিম বাধা বা বৈষম্যের স্থান থাকবে না। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সর্বদা নিশ্চিত করবে যে, সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। কোনরূপ কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা বা বৈষম্য আরোপ করা হবে না।

৬৭। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার প্রয়োজনে ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশে রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কোনো সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়, অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজনে সীমাহীন সংখ্যক সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন করতে পারবে।

৬৮। আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব নামে বা অনুমোদিত অন্য যেকোনো নামে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এ জন্য দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে বিনিয়োগ, ঋণ, অনুদান, শেয়ার ও কারিগরি সহায়তা, কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া আর্থিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তায় যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে কাজের পরিধি বাড়ানো এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে।

৬৯। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS), ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব নামে বা অনুমোদিত অন্য যেকোনো নামে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS), পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (PSO), পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP), জাতীয়-আন্তর্জাতিক ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এ জন্য দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে বিনিয়োগ, ঋণ, অনুদান, শেয়ার ও কারিগরি সহায়তা, কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া আর্থিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহায়তায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে।

৭০। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও তথ্যব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সকল

প্রাসঙ্গিক নথি ও তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া, একটি শক্তিশালী তদারকি কাঠামোর আওতায় নির্ধারিত সময়ে অডিট, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৭১। আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান

(১) ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড হবে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান, যা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরামসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান এবং সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহ, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাস ও হাইকমিশন, দেশি-বিদেশি ব্যাংক ও কোম্পানি, রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক সদস্যবৃন্দ, জনহিতৈষী ব্যক্তি, এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা হবে। এই বহুপক্ষীয় অংশীদারিত্বমূলক কাঠামোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর আলোকে সমন্বিত ও কার্যকর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে।

৭২। বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সংগ্রহ এবং বিতরণে চাপ প্রয়োগ ও হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ নিষিদ্ধ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কারিগরি সীমাবদ্ধতা বা অন্যান্য অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সংগ্রহ এবং বিতরণ কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী বা সেবাগ্রহীতা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি, হুমকি, অপমানজনক আচরণ বা হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার নিজস্ব পরিকল্পনা, সক্ষমতা ও বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বরাদ্দ ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এ বিষয়ে সদস্যদের ধৈর্য, সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়া চলাকালে কোনো প্রকার চাপ, হুমকি বা অযৌক্তিক দাবি উত্থাপনকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭৩। ওয়েলফেয়ার প্রোডাক্ট ও পরিষেবার গুণগতমান সংক্রান্ত আপত্তি

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবাসমূহ সাধারণত দেশি ও বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা বা ব্যক্তিগত উৎস থেকে দান, অনুদান বা সহায়তা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ কারণে বিতরণের পর সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্ট বা পরিষেবার গুণগতমান নিয়ে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী বা সেবাগ্রহীতার পক্ষ থেকে উত্থাপিত যেকোনো আপত্তি, অভিযোগ বা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে না।

৭৪। আইন, বিধি-বিধান ও অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) বাস্তবায়ন

(১) **কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) বাস্তবায়ন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, এবং কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত Memorandum of Association (MOA), Articles of Association (AOA) ও এনজিও সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে পারবে। প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পারবে, যা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) **নীতিমালা ও সহায়ক দলিলের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সরকারিভাবে অনুমোদিত Memorandum of Association (MOA), Articles of Association (AOA) ও এনজিও সংস্থার গঠনতন্ত্র ব্যতীত, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যানয় আনুষঙ্গিক দলিলকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহায়ক দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫, ওয়েলফেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫, স্মার্ট এগ্রিকালচার নীতিমালা, ২০২৫, স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫, ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল বিজনেস নীতিমালা, ২০২৫, এবং ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল সার্ভিসেস ও ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল বিজনেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SDP) নীতিমালা, ২০২৫, সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি (SEDP) নীতিমালা, ২০২৫, পর্ভাটি এলিভিয়েশন পলিসি (Muldhan) নীতিমালা, ২০২৫ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিল অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে পরিচালা করা যাবে।

৭৫। বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তি

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বোনাস, প্রোডাক্ট বা পরিষেবা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সদস্যদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার Help and Support Team এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণের পর প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় অভিযোগকারীকে মোবাইল ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে সক্রিয় যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। যদি অভিযোগ গ্রহণের তারিখ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে কোনোভাবে যোগাযোগ স্থাপন না করা হয়, তবে অভিযোগটি আপনাতেই নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

৭৬। মেইড ইন বাংলাদেশ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উদ্যোগে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রমের আওতায় রপ্তানির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে 'মেইড ইন বাংলাদেশ পলিসি' প্রণয়ন করা হবে। এই পলিসির আওতায় সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করবে।

৭৭। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

(১) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন এবং একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি কোম্পানি, এনজিও অথবা দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সঙ্গে দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসংগ্রহ কিংবা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(২) **বিনিয়োগের সীমা:** কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ ৭০% বিনিয়োগযোগ্য। চাহিদা ও পরিসরের ভিত্তিতে এ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো অথবা কমানো যাবে। তবে প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে, তবে তা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে।

(৩) কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেকোনো সময় অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা প্রকাশ করতে পারবে অথবা আলাদা কোনো নীতিমালা প্রকাশ না করে এ প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার নির্ধারিত শর্তাবলী ও প্রযোজ্য আইন অনুসারে পরিচালনা করতে পারবে।

৭৮। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক (MoU) ও চুক্তি

(১) **সমঝোতা স্মারক (MoU):** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করতে পারবে। MoU এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, দান-অনুদান, বিনিয়োগ বা সম্পদ বিনিময়ের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে সম্মতিপত্র অনুযায়ী যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

(২) **চুক্তি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত যেকোনো প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এসব চুক্তির আওতায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসংগ্রহ, প্রযুক্তি হস্তান্তর কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক সহযোগিতা গ্রহণ ও প্রদান করা যাবে।

৭৯। রেজিস্ট্রেশন ও ফি সংক্রান্ত দায়মুক্তি নীতি

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী CSS কার্যক্রম ও আওতাভুক্ত যেকোনো প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের যেকোনো রেজিস্ট্রেশন ও ফি সংক্রান্ত দায়মুক্তি:

(১) কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী, প্রতিনিধি বা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম, প্রতীক, লোগো, সিলমোহর বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক পরিচিতি ব্যবহার করে মিথ্যা,

ভুয়া, বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন, দ্বৈত রেজিস্ট্রেশন অথবা প্রতারণামূলক কার্য সম্পাদিত হলে, তার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনোভাবেই দায়ী বা জবাবদিহিতার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না।

(২) নির্ধারিত ফি ব্যতীত অতিরিক্ত ফি, চার্জ, কমিশন বা আর্থিক সুবিধা আদায়, গ্রহণ বা দাবী করা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ও অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো দায়ভার, জবাবদিহিতা বা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কেবলমাত্র বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি, নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি-কে বৈধ ও প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। উক্ত মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, নির্দেশনা বা দাবীর প্রতি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো ধরনের দায়-দায়িত্ব বহন করবে না।

(৪) রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়ায় জড়িত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইনবিরুদ্ধ, প্রতারণামূলক, জালিয়াতিপূর্ণ বা নীতিমালা পরিপন্থী কার্যক্রমে লিপ্ত হলে, সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকবে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, সেবা স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ বা অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, গেজেট বা সমজাতীয় আনুষ্ঠানিক দলিলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে, সে ধরনের তথ্য ব্যবহারপূর্বক সম্পাদিত যেকোনো রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশনের দায়ভার একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো অবস্থায় দায়ভার, জবাবদিহিতা বা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকবে না।

(৬) উল্লিখিত উপ-ধারাসমূহ সর্বাবস্থায় বলবৎ থাকবে এবং এ সংক্রান্ত কোনো দাবি, আপত্তি বা বিরোধ উত্থাপিত হলে কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ ও ওয়েলফেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

৮০। কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) **জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি বা অন্যান্য বিশেষ ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা যাবে। কর্তৃপক্ষ বা অনুমোদিত প্রতিনিধি এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে, যাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পায়।

(২) **স্থাপনা কমিটি:** জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি বিশেষায়িত কমিটি Emergency Management Committee গঠন করা হবে। এ কমিটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা করে দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবে। কমিটির কাঠামো, সদস্যদের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত থাকবে।

৮১। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ক্রয়-বিক্রয় ও গ্রহণ-হস্তান্তর

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (মূল প্রতিষ্ঠান), এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ফিনটেক আইসিটি রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসেস লিমিটেড, শিরোনামযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং চুক্তিবদ্ধ সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) সমূহ প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, গ্রহণ বা হস্তান্তর করতে পারবে। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রতিনিধি/নির্ধারিত ব্যক্তির নামে উক্ত সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি বা যানবাহন ক্রয়, বিক্রয় অথবা গ্রহণ-হস্তান্তর করা যাবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্ধক রাখতে পারবে।

৮২। সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর ও কাস্টম হাউস হতে নিলামে যানবাহন (Vehicle) ক্রয়

(১) **সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর থেকে নিলামে বা বিশেষ বিবেচনায় ক্রয়:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর কর্তৃক অকেজো ঘোষিত যেকোনো ধরনের যানবাহন নিলামে ক্রয় করতে পারবে। এছাড়াও, বিশেষ অনুমোদনের মাধ্যমে সর্বনিম্ন রাজস্ব ফি বা শুল্ক পরিশোধ করে যানবাহন ক্রয় করতে পারবে।

(২) **সরকারি কাস্টম হাউস থেকে নিলামে বা বিশেষ বিবেচনায় ক্রয়:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য, সরকারি কাস্টম হাউস কর্তৃক অকেজো ঘোষিত যেকোনো ধরনের যানবাহন নিলামে ক্রয় করতে পারবে। এছাড়াও, বিশেষ অনুমোদনের মাধ্যমে সর্বনিম্ন রাজস্ব ফি বা শুল্ক পরিশোধ করে যানবাহন ক্রয় করতে পারবে।

৮৩। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান-অনুদান কর্তন

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্য, জনবল (ফুলটাইম বা পার্টটাইম), কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মী এবং সামাজিক উদ্যোক্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং নিয়োগকৃত সদস্যরা নিজের রেফারেন্স আইডি (মোবাইল নম্বর) ও রেফারেন্স কোড প্রদান করে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বিভিন্ন প্রকার Instant salary আয় করতে পারবে এবং আয়ের শতকরা ১০ (দশ) শতাংশ হারে প্রতিবার স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে অফেরতযোগ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান-অনুদান প্রদান করবে। উক্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান-অনুদান দিয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করবে।

৮৪। আয়কর ও উৎসকরের দায়বদ্ধতা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) ও আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতায় কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জনবল (ফুলটাইম বা পার্টটাইম), কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মী এবং সামাজিক উদ্যোক্তা সদস্যরা প্রযোজ্য সরকারি বিধি অনুযায়ী তাদের নিজস্ব আয়কর, উৎসে আয়কর বা ভ্যাট নিজ দায়িত্বে যথাযথভাবে প্রদান করবে। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সদস্যকে তাদের আয়কর, উৎসে আয়কর বা ভ্যাট প্রদান সংক্রান্ত প্রমাণপত্র/ডকুমেন্টস সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

একাদশ অধ্যায়
নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রক্রিয়া

৮৫। নীতিমালার মেয়াদকাল হ্রাস বা বৃদ্ধি

কমিউনিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস (CSS) নীতিমালা, ২০২৫ প্রণয়নের তারিখ হতে ২১২৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে, উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নীতিমালার মেয়াদকাল হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাবে।

৮৬। নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদকরণ

(১) **নীতিমালা সংশোধন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকাশিত এই নীতিমালার যেকোনো ধারা, উপধারা বা শিরোনাম প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবে। সংশোধন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

(২) **নীতিমালা হালনাগাদকরণ:** এ নীতিমালার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন সংযোজন, বিয়োজন বা একীভূত করাও সম্ভব। হালনাগাদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে, যাতে নীতিমালা সর্বদা প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর থাকে।

৮৭। অস্পষ্টতা নিরসন ও অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার

(১) **অস্পষ্টতা নিরসন:** এ নীতিমালার কোনো ধারা, উপ-ধারা বা ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, নির্দেশনা বা পরিপত্রের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নিরসন করবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ নীতিমালার ব্যাখ্যামূলক নোট বা নির্দেশনাও জারি করতে পারবে।

(২) **অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার:** কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী, কমিউনিটি সদস্য বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বা ভুয়া তথ্য প্রদান করে, তাহলে তার জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দায়ী থাকবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮৮। নীতিমালা পর্যালোচনা ও আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি

(১) **পর্যালোচনা কমিটি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এ নীতিমালার ধারা, উপধারা বা অ-উপধারার কার্যকারিতা, বাস্তব প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন পর্যালোচনার জন্য একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি নির্ধারিত সময় পর পর নীতিমালার প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংশোধনী সুপারিশ করবে।

(২) **আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এ নীতিমালার কোনো ধারা, উপধারা, অ-উপধারার বা কার্যপ্রক্রিয়া বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করে, তা নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বতন্ত্র আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হবে। সকল শুনানি ও পর্যালোচনার পর এই কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও অবিচল হিসেবে গণ্য হবে।

৮৯। বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও ইংরেজি অনুবাদ

(১) **বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ নীতিমালার কোনো ধারা, উপধারা বা অ-উপধারার বিষয়ে বাংলাদেশ গেজেটে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবে।

(২) **ইংরেজি অনুবাদ:** এ নীতিমালার প্রচার, প্রয়োগ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো ধরনের বিরোধ দেখা দিলে, বাংলা পাঠকেই চূড়ান্ত ও প্রাধান্যযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।